অমৃত

১

সার্থকতা

মহাবীর শিখ এক পথ বহি' যায়,
পথ-পার্শ্বে কুষ্ঠরোগী পড়িয়া ধরায় ;
বেদনায় হতভাগ্য করিছে চীৎকার,
ক্ষত-স্থান বহি' তার পড়ে রক্তধার।

দেখিয়া বীরের মনে দয়া উপজিল,
শিরস্ত্রাণ খুলি' তার ক্ষত বাঁধি দিল !
শিরস্ত্রাণ কহে, "মাথে ছিলাম নগণ্য,
কুষ্ঠীর চরণে প'ড়ে হইলাম ধন্য !"

উপদেশ—মহাবীরের মাথার শোভা-বর্দ্ধন অপেক্ষা রোগীর সেবা করা বড় কাজ,—তাহাতে গৌরব বেশী।

২

বিনয়

বিজ্ঞ দার্শনিক এক আইল নগরে,—
ছুটিল নগরবাসী জ্ঞান-লাভ-তরে ;
সুন্দর-গম্ভীর-মূর্ত্তি, শান্ত-দরশন
হেরি' সবে ভক্তি-ভরে বন্দিল চরণ।

সবে কহে, "শুনি, তুমি জ্ঞানী অতিশয়,
দু' একটি তত্ত্ব-কথা কহ, মহাশয়।"
দার্শনিক বলে, "ভাই কেন বল জ্ঞানী ?
'কিছু যে জানি না' আমি এই মাত্র জানি।"

উপদেশ—যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি তাঁহার জ্ঞানের অহঙ্কার না করিয়া সর্ব্বদাই বিনয়নম্র থাকেন, কেন না তিনি ভালরূপেই জানেন যে, তিনি যত বড়ই জ্ঞানী হউন না কেন, বিশ্বের অনন্ত জ্ঞানের মধ্য হইতে তিনি যৎসামান্য—অতি অল্প পরিমাণ মাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন।

৩

একতা

বর্ণমালা কহে, "দেখ, সীসার অক্ষরে,
আমাদের রেখে দেয় ভিন্ন ভিন্ন ঘরে।
শব্দের আকারে যবে মোদের সাজায়,
অর্থযুক্ত হই ব'লে শক্তি বেড়ে যায় :

বহু শব্দযোগে ধরি বাক্যের আকার,
আরো বৃদ্ধি পায় শক্তি, সন্দেহ কি তার ?
বাক্যে বাক্যে যোগ করি' সাজায় যখন,
গ্রন্থরূপে কত জ্ঞান করি বিতরণ।"

উপদেশ—একতাই শক্তি। যে কোন বস্তু পাঁচটি একত্র হইলেই তাহাদের শক্তি বাড়িয়া যায়, আর সে শক্তি সময়ে সময়ে এত বেশী হয় যে, ধারণা করিতেও পারা যায় না।

৪

পরোপকার

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল,
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ, দগ্ধ হ'য়ে করে পরে অন্নদান,

স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত,
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত তরে।

উপদেশ—সাধু লোকেরা নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করেন। নিজের গুণ নিজে নিজে ভোগ না করিয়া পরের উপকারে লাগানই ভাল।

৫

বংশগৌরব

নীচ বংশ ব'লে ঘৃণা ক'রো না কখন,—
তার মধ্যে জন্মে কত অমূল্য রতন।
কর্দ্দমাক্ত পুকুরের অপেয় যে জল,
তার মাঝে ফুটে থাকে সুরভি কমল ;

উচ্চ বংশ দেখি' হেন ধারণা না হয়,—
শান্ত, ধীর, সুবিদ্বান্ জনমে নিশ্চয় ;
বনিয়াদি বটবৃক্ষ, কত নাম তার,
অখাদ্য তাহার ফল,—কাকের আহার !

উপদেশ—ভাল বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ভাল লোক হইবে, আর নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে নীচ ও ঘৃণার যোগ্য হইবে—এ কথা ঠিক নয়। বড় ঘরেও ছোট লোক জন্মায়, আবার নীচ বংশেও ভাল লোক জন্মায়।

৬

বিহ্বলতা

তুফানে পড়িয়া মাঝি হাল যদি ছাড়ে,
তার কাছে নদীর তরঙ্গ আরো বাড়ে ;
নিরাশ হইয়া রোগী ঔষধ না খায়,
দিনে দিনে রোগ তার আরো বৃদ্ধি পায় :

সভাস্থলে ভীত হ'লে, দেখি' গুণিগণ
বক্তার না হয় কভু বাক্য-নিঃসরণ ;
গিরি-শিরে উঠে যদি ভয়ে মাথা ঘোরে,
নিশ্চয় শিখর হ'তে নীচে যাবে প'ড়ে।

উপদেশ—দুঃখে, শোকে বা বিপদে কখনও অভিভূত হইও না,—অভিভূত হইয়া ভয় পাইলেই বিপদ আরও বাড়িয়া যায়।

৭

অসারতা

আঘাত করিলে কাংস্যে যত শব্দ হয়,
স্বর্ণে তার শতাংশের একাংশও নয় ;
প্রচুর পল্লব-পত্র যে বৃক্ষে জনমে,
বিধির বিধানে তার ফল যায় ক'মে :

মেদ, মাংস বেড়ে যার দেহ স্থূল হয়,
শ্রমসাধ্য কর্ম্মে তার ধ্রুব পরাজয় :
বাহিরে দেখিবে যার বৃথা আড়ম্বর,
অন্তঃসার-শূন্য সেই গুণহীন নর।

উপদেশ—বাহিরে বেশী জাঁকজমক ও আড়ম্বর থাকিলে ভিতর ফাঁকা হয় ; আর যাহাদের ভিতরে খাঁটি জিনিষ থাকে, তাহারা বাহিরে আড়ম্বর দেখায় না।

৮

সাধু প্রকৃতি

যত জল শুষে লয় প্রখর তপন,
প্রতি বিন্দু বৃষ্টিরূপে করে প্রত্যর্পণ ;
বায়ু, তেজঃ, ক্ষিতি হ'তে বৃক্ষ যাহা পায়,
ফল-পত্র-কাণ্ডরূপে ফিরে দিয়ে যায় ;

গাভী যে তৃণটি খায়, করে জল পান,
তার সার—দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান ;
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ,
জীবের মঙ্গল-হেতু করেন অর্পণ।

উপদেশ—সাধু লোকেরা পরের দেওয়া জিনিষ গ্রহণ করিলেও তাহা নিজে ব্যবহার করেন না—তাহা আবার পরকেই বিতরণ করেন।

৯

বৃথা দর্প

নর কহে, "ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে,—
চিরকাল পড়ে র'লি চরণের নীচে!"
ধূলিকণা কহে, "ভাই, কেন কর ঘৃণা?
তোমার দেহের আমি পরিণাম কি না?"

মেঘ বলে, "সিন্ধু, তব জনম বিফল,
পিপাসায় দিতে নার এক বিন্দু জল!"
সিন্ধু কহে, "পিতৃনিন্দা কর কোন্ মুখে?
তুমিও অপেয় হ'বে পড়িলে এ বুকে।"

উপদেশ—অহঙ্কার করা ভাল নয়। এ জগতে কেহ বড়, কেহ ছোট নাই—সকল জিনিষেরই সার্থকতা আছে, কাজেই কাহারও অহঙ্কার শোভা পায় না।

১০

উপযুক্ত মাত্রা

বায়ু কহে, "দীপ, তব আমিই সম্বল।"
দীপ বলে, "যতক্ষণ না হও প্রবল।"
বৃষ্টি কহে, "শস্য, আমি তোমার সহায়।"
শস্য বলে, "অতিরিক্ত হ'লে—প্রাণ যায়।"

বংশী কহে, "কর্ণ, তোরে পরিতৃপ্ত করি।"
কর্ণ বলে, "অতি তীক্ষ্ণ স্বরে—প্রাণে মরি।"
বিষ কহে, "রোগি, আমি তোমার ঔষধ-ই।"
রোগী বলে, "উচিত মাত্রায় রহ যদি।"

উপদেশ—সকল জিনিষই ঠিক মাত্রায় ব্যবহার করিতে পারিলে উপকার হয়, আর কোন জিনিষেরই অধিক মাত্রা বা বাড়াবাড়ি ভাল নয়—তাহাতে ক্ষতি হয়।

১১

চিত্রিত মানব

অর্থ আছে, কপর্দ্দক নাহি করে ব্যয় ;
বিদ্যা আছে, কারো সনে কথা নাহি কয় ;
বুদ্ধি আছে, ব'সে থাকে কাজ নাহি করে ;
রূপ আছে, বদ্ধ থাকে গৃহের ভিতরে ;

শক্তি আছে, নাহি করে পর-উপকার ;
তেজঃ আছে, দাঁড়াইয়া দেখে অবিচার ;
সে নর চিত্রিত এক ছবির মতন,—
গতি নাই, বাক্য নাই, জড়— অচেতন।

উপদেশ—মানুষের গুণ বা সম্পদ কাজে লাগিলেই মঙ্গল—নতুবা সেই গুণ বা ধন থাকা আর না থাকা— দুইই সমান।

১২

বাহ্য বন্ধু বা গুপ্ত শত্রু

ক্ষীণ বন্য লতা এক, অতি ক্ষুদ্র-কায়,
বিশাল বটের তলে ভূমিতে লুটায়।
বট বলে, "ছায়াময় বাহু প্রসারিয়া
আশ্রয় দিয়াছি তোরে, করুণা করিয়া।

নতুবা তপন-তাপে শুষ্ক হ'ত দেহ।"
লতা বলে, "ফিরে লহ অযাচিত স্নেহ।
তোমার করুণা মোর হইয়াছে কাল,
রৌদ্র বিনা হ'য়ে আছি বিশীর্ণ-কঙ্কাল।"

উপদেশ—সংসারে কে শত্রু, কে মিত্র চেনা দায়! অনেককে বন্ধু বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু তাহারাই গুপ্ত শত্রু।

১৩

অধমাধম

রাখে না নিজের তরে, সব দান করে,
'উত্তম' বলিয়া তার খ্যাতি চরাচরে ;
কিছু রাখে নিজ-তরে, কিছু করে দান,
'মধ্যম' সে জন, তারো প্রচুর সম্মান ;

দান নাই, সব যেই নিজ-তরে রাখে,
'অধম' সে জন—সবে ঘৃণা করে তাকে।
নিজে নাহি ভোগ করে, না দেয় অপরে,
বল দেখি, সেই জীব কোন্ সংজ্ঞা ধরে ?

উপদেশ—কৃপণ নিজের ধন-সম্পত্তি নিজেও ভোগ করে না, পরকেও দান করে না। কৃপণ অতিশয় নিকৃষ্ট বা অধম লোক।

১৪

ঘৃণিতের প্রত্যুত্তর

অট্টালিকা কহে, জীর্ণ কুটীরেরে ডাকি',
"বিপদ্ ঘটা'লি, কুঁড়ে, মোর কাছে থাকি';
হঠাৎ আগুন লেগে গেলে তোর গায়,
আমারো জানালা-কড়ি, সব পুড়ে যায়।"

কুটীর কহিছে, "ভায়া, আমারো যে ভয়,—
কাছে আছ, যদি কভু ভূমিকম্প হয়,
তুমি চূর্ণ হ'বে, আমি গরীব বেচারি,
চাপা প'ড়ে মারা যাব,—ভয় তু'জনারি।"

উপদেশ—কাহাকেও ঘৃণা করা ভাল নয়। দুইজনে একত্র থাকিতে হইলে দুই জনকে ভালমন্দ দুই-ই এক সঙ্গে ভোগ করিতে হয়।

১৫

হিংসার ফল

পাখীরা আকাশে উড়ে, দেখিয়া হিংসায়,
পিপীলিকা বিধাতার কাছে পাখা চায় ;
বিধাতা দিলেন পাখা, দেখ তার ফল,—
আগুনে পুড়িয়া মরে পিপীলিকা-দল।

মানবের গীত শুনি হিংসা উপজিল,
মশক বিধির কাছে সুকণ্ঠ মাগিল ;
গীত-শক্তি দিল বিধি ; দেখ তার ফল,—
নর-করাঘাতে মরে মশক-সকল।

উপদেশ—কখনও কাহারও হিংসা করিও না। হিংসা করা বড় দোষ। নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সকলেরই উচিত।

১৬

স্বাধীনতার সুখ

বাবুই পাখীরে ডাকি' বলিছে চড়াই,—
"কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই ?
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা 'পরে
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে !"

বাবুই হাসিয়া কহে, "সন্দেহ কি তায় !
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায় ;
পাকা হোক্, তবু ভাই, পরের ও-বাসা ;
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর—খাসা !"

উপদেশ—পরের অধীনে পরের বাড়ীতে বাস করার চেয়ে স্বাধীন-ভাবে নিজের কুঁড়ে ঘরে বাস করা ঢের ভাল।

১৭

ক্রোধ ও লোভ

ক্রোধ বলে, "লোভ ভাই, তুমি বড় খল,
তোমার কুহকে পড়ি' নিষ্ঠুরের দল
পরের মাথায় করি' লগুড়-প্রহার,
পলায়ন করে,—সব লুঠে নিয়ে তার।"

লোভ কহে, "যা বলিলে করি তা' স্বীকার;
কিন্তু তুমি পূর্ণরূপে স্কন্ধে চাপ যার,
সে শুধু অন্যেরে মারি' ক্ষান্ত নাহি হয়,—
নিজের মাথায় শেষে প্রহারে নিশ্চয়।"

উপদেশ—ক্রোধ ও লোভ দুই-ই পাপ, উভয়ই অনিষ্টকর। দুইটিরই বশ হওয়া অন্যায়।

১৮

কৃতঘ্নতা

নৌকা ডুবে গেল ঝড়ে ; দেখি' তীর হ'তে
ভীত, অবসন্ন মাঝি ভেসে যায় স্রোতে,
ঝাঁপায়ে সাহসী যুবা তরঙ্গে পড়িল,
অতি কষ্টে বিপন্নেরে উদ্ধার করিল।

মাঝি বলে, "প্রাণ দিলে, কি দিব তোমারে ?
চল, ভৃত্য হ'য়ে র'ব, তোমার দুয়ারে।"
রাত্রি-যোগে যুবকের চুরি করি' সব,
মাঝি-ভৃত্য পলাতক ;—যুবক নীরব !

উপদেশ—উপকারীর অপকার করা অর্থাৎ কৃতঘ্নতা মহাপাপ। কৃতঘ্নতার চেয়ে নীচ কাজ আর নাই।

১৯

দাম্ভিকের পরাজয়

গিরি কহে, "সিন্ধু, তব বিশাল শরীর,
আমার চরণে কেন লুটাইছ শির ?
এ অভয় পদে যদি ল'য়েছ শরণ,
কি প্রার্থনা, কহ, আমি করিব পূরণ।"

সাগর হাসিয়া কহে, "আমি রত্নাকর,
আমার অভাব কিছু নাই, গিরিবর ;
তব পিতৃ-পিতামহ ডুবেছে এ নীরে,
সেই বার্ত্তা দিতে আমি আসি-ঘুরে ফিরে।"

উপদেশ—দম্ভ বা অহঙ্কার ভাল নয়। দম্ভ প্রকাশ করিতে গিয়া অনেক সময় দাম্ভিককে আরও ঘৃণ্য হইতে হয়।

২০

মাতৃস্নেহ

হুঙ্কারিয়া কহে বজ্র, কঠোর-গর্জ্জন,
"চূর্ণ করি গিরিকুল, দগ্ধ করি বন ;
মুহূর্ত্তে সংহার আমি করি জীবগণে ;
মম সম শক্তিশালী কে আছে ভুবনে ?"

শুনিয়া ধরণী দুখে কহে, "দুষ্ট ছেলে !
এত শক্তি-গর্ব্ব তুমি কোথা হ'তে পেলে ?
তুমি অতি উচ্ছৃঙ্খল, দাম্ভিক সন্তান,
তথাপি মায়ের বুকে এস,—আছে স্থান।"

উপদেশ—মায়ের কাছে ছেলের শক্তির গর্ব্ব করা বৃথা—কেন না মায়ের নিকট হইতেই ছেলে শক্তি বা ক্ষমতা লাভ করিয়াছে ; আর ছেলে হাজার দুষ্ট হউক, মা ছেলেকে কোলে লইতে ছাড়েন না। দুষ্ট ছেলে আর শান্ত ছেলে—মায়ের কাছে দুই-ই সমান।

২১

অদৃষ্টের পরিহাস

দীন, বৃদ্ধ, পঙ্গু এক ভিক্ষা করি' খায়,
এক দিন বিধাতার কাছে অশ্ব চায়।
দৈবযোগে এক পান্থ যান সেই পথে,
রুগ্ন অশ্বশিশু ল'য়ে পড়েন বিপদে ;

যুক্তি করি' সাবধানে বাঁধি ল'য়ে তারে,
তুলে দেন বাহক পঙ্গুর পিঠে-ঘাড়ে।
পঙ্গু বলে, "বিধি মোরে দিল বটে ঘোড়া,
উল্টা করিয়া দিল,—কপাল যে পোড়া!"

উপদেশ—নিজের অভাব নিজের চেষ্টায় দূর করিতে পারিলেই ভাল, না পারিলে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই বরং উচিত, তবু ভগবানের কাছে বর চাওয়া ভাল নয়।

২২

ভাল-মন্দ

এক কূল ভাঙ্গে নদী, অন্য কূল গড়ে ;
দূষিত বায়ুরে লয় উড়াইয়া ঝড়ে ;
তীব্র কালকূটে হয় শুদ্ধ রসায়ন ;
কাক করে কোকিলের সন্তান-পালন ;

দংশে বটে, মধুচক্র গড়ে মধুকর ;
বজ্র হানে যদি, বারি ঢালে জলধর ।
সুখ-দুঃখ-ভাল-মন্দ-জড়িত সংসার,—
অবিমিশ্র কিছু নাই সৃষ্ট বিধাতার ।

উপদেশ—সংসারে সকল জিনিষই সুখ-দুঃখে, ভাল-মন্দে জড়িত ।

২৩

মনোরাজ্যে জড়ের নিয়ম

পাপের টানেতে যদি কোন (ও) উচ্চমতি
ক্রমে নিম্ন দিকে পায় অব্যাহত গতি,
জড় জগতের চির-প্রথা-অনুসারে,
অধঃপতনের বেগ ক্রমে তার বাড়ে।

একবার নীচে যদি প'ড়ে যায় মন,
তারে ক্রমে উর্দ্ধে তোলা কঠিন কেমন;
জড় জগতের চির-প্রসিদ্ধ প্রথায়
উর্দ্ধমুখে তার গতি শত বাধা পায়।

উপদেশ—পাপের পথ ভারি সোজা, আর একবার পাপের পথে গেলে পুণ্যের পথে ফেরা বড় কঠিন।

২৪

আপেক্ষিক তুলনা

সত্যের সমান বল নাহি ত্রিভুবনে,
সৎকার্য্য—দানের তুল্য না হেরি নয়নে,
ঈশ-সেবা-সম নাই চিত্তের শোধক,
পরপীড়া-তুল্য নাই সদ্গতি-রোধক,

পর-উপকার-সম পুণ্য নাহি আর,
পক্ষপাত-তুল্য আর নাহি অবিচার,
স্বাস্থ্য-হীনতার সম দুঃখ কিছু নাই,
অবাধ্য পুত্রের সম নাহিক বালাই।

উপদেশ—(এই কবিতার প্রতি পঙ্ক্তি এক একটি নীতিবাক্য)।

২৫

অতি-পরিচয়ের দোষ

সদা যেই বাস করে চন্দনের বনে,
চন্দনেরে সে জন ইন্ধন-তুল্য গণে।
যাহার বসতি পূত ভাগীরথী-তীরে
তার কাছে ভেদ নাই কূপ-গঙ্গা-নীরে।

সুগন্ধি উদ্যানে যেই সদা করে বাস,
তার কাছে লোপ পায় পুষ্পের সুবাস।
গিরি-শোভা নাহি হেরে গিরি-অধিবাসী।—
অতি-পরিচয় সম্মানীর মান নাশী।

উপদেশ—অতিশয় পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা মানী বা গুণী লোকের মানের বা গুণের হানি করে।

২৬

পরিহাসের প্রতিফল

পরিহাস-ভরে নর কহে, "রে জোনাকি !
তিমির-বিনাশে চেষ্টা করিছিস্ নাকি ?
কি আশ্চর্য্য ! ভাগ্যে ঐ আলোটুকু আছে,
তাই তোরে দেখা যায় অন্ধকার-মাঝে।

তোর পক্ষে, ক্ষুদ্র জীব, এই তো প্রচুর ;
তুই কি করিবি, কীট, অন্ধকার দূর ?"
জোনাকি বলিছে, "ভায়া, কিসের বড়াই ?
তোমার দেহে তো আলো একটুও নাই !"

উপদেশ—গর্ব্ব করিয়া কাহাকেও ঠাট্টা করিতে গেলে নিজেকেই অবমানিত হইতে হয়।

২৭

উচ্চ-নীচ

উড়িয়া মেঘের দেশে চিল কহে ডাকি',
"কি কর, চাতক ভায়া, ধূলি মাঝে থাকি' ?
কোথায় উঠেছি, চেয়ে দেখ একবার,
এখানে উঠিতে পার সাধ্য কি তোমার ?

চাতক কহিছে, "তবু নীচ দৃষ্টি তব ;
সদা ভাব 'কার কিবা ছোঁ মারিয়া লব'।
মেঘবারি ভিন্ন অন্য জল নাহি খাই,
তাই আমি নীচে থেকে ঊর্দ্ধমুখে চাই।"

উপদেশ—যাহার মন বা হৃদয় উচ্চ বা মহৎ সেই বড়, আর যাহার ছোট মন—নীচ মন, সেই ছোটলোক।

২৮

দাম্ভিকের শিক্ষালাভ

সিংহ বলে, "কালো মেঘ, এস দেখি কাছে,
যুদ্ধ ক'রে দেখি, কার কত বল আছে।
ক্রমাগত দূরে থেকে কর ডাকাডাকি,
সম্মুখ-সমরে ভায়া, ভয় পাও নাকি?"

মেঘ বলে, "মৃত্যু ডেকে আনিস্, নির্ব্বোধ!
আমার শকতি কেবা করে প্রতিরোধ?"
অদূরে পড়িল বজ্র,—সিংহ মূর্চ্ছা যায়;
মূর্চ্ছাভঙ্গে সভয়ে মেঘের পানে চায়।

উপদেশ—বৃথা গর্ব্ব করা ভাল নয়।

২৯

শিক্ষা ও প্রবৃত্তি

আগুন লাগিয়া গেল ব্রাহ্মণের বাড়ী।
সর্ব্বস্ব পুড়িয়া যায়, দেখি' তাড়াতাড়ি
প্রবেশিল বিদ্যানিধি নিজ পাঠাগারে;
যত্নের পাণিনিখানি ছিল একধারে,—

বাঁচাইল ব্যাকরণ, গেল আর সব।
হেন কালে শুনা গেল 'হায়, হায়' রব।
বিপ্র বলে, "পুড়ে গেল বেদান্তের টীকা!"
ব্রাহ্মণী কাঁদিছে, "গেল, হাঁড়ি আর সিকা!"

উপদেশ—যে যেরূপ শিক্ষা পায়, তাহার রুচিও সেইরূপ হয়। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কাছে শাস্ত্রগ্রন্থ বহুমূল্য, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর নিকটে হাঁড়ি ও সিকাই বেশী মূল্যবান্।

৩০

তুলনায় সুখদুঃখ

বসিয়া নদীর তীরে, চাহি' নদীপানে,
কাঁদিতেছে এক নারী অবসন্ন প্রাণে ;
পথিক জিজ্ঞাসে তারে শোকের কারণ,
নারী কহে, "ডুবে গেছে সন্তান-রতন।"

পান্থ বলে, "এক ছেলে গেছে,—কাঁদ তাই ?
আমার দুঃখের বার্ত্তা তোমারে শুনাই,—
আট পুত্র, চারি কন্যা ডুবেছে এ নীরে ;
আমারে দেখিয়া, মাগো, গৃহে যাও ফিরে।"

উপদেশ—দুঃখে পড়িলেই নিজের দুঃখের সঙ্গে অন্যের দুঃখের তুলনা করিবে ; দেখিবে তোমার চেয়েও অনেক বেশী দুঃখী জগতে আছে। এইরূপ তুলনায় শোকে বা দুঃখে অনেকটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

৩১

দ্বাদশ দান

অন্নহীনে অন্নদান, বস্ত্র বস্ত্রহীনে,
তৃষাতুরে জলদান, ধর্ম্ম ধর্ম্মহীনে,
মূর্খ জনে বিদ্যাদান, বিপন্নে আশ্রয়,
রোগীরে ঔষধদান, ভয়ার্ত্তে অভয়,

গৃহহীনে গৃহদান, অন্ধেরে নয়ন,
পীড়িতে আরোগ্যদান, শোকার্ত্তে সান্ত্বনা ;—
স্বার্থশূন্য হয় যদি এ দ্বাদশ দান
স্বর্গের দেবতা নহে দাতার সমান।

উপদেশ—নিজের কোন লাভের আশা না রাখিয়া নিঃস্বার্থভাবে দান করাই উচিত। নিঃস্বার্থ দানই শ্রেষ্ঠ দান—মহাপুণ্য।

৩২

আশ্রিত-সৎকার

সহস্র আশ্রিত-লতা কহে অশ্বত্থেরে,
"বড় ব্যথা পাই, তরু, তব কষ্ট হেরে ;
আমরা দুর্ব্বল লতা তব গলগ্রহ,
মোদের রক্ষিতে তুমি কি যাতনা সহ !

রোদ, বৃষ্টি, ঝড় লও নিজের মাথায়,—
ব্যথা যেন নাহি লাগে আমাদের গায়।"
অশ্বত্থ কহিছে, "এই আশ্রিত-সৎকার ;
এর সুখে ক্লেশ-বোধ হয় না আমার।"

উপদেশ—শরণাগতের ও অতিথির সেবা করিলে শরীরে কিছু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু মনে এত আনন্দ হয় যে, সেই শরীরের কষ্ট—কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।

৩৩

উদার প্রতিশোধ

প্রভু-ভৃত্য দুই জনে নৌকা বাহি' যায়,
প্রবল বাতাসে তরী হ'ল মগ্নপ্রায় ;
ভার কমাইয়া তরী রক্ষা করিবারে,
ভৃত্যে ফেলে দিল প্রভু তরঙ্গ-মাঝারে ;

অমনি ডুবিল নৌকা, প্রভু পড়ে জলে ;
"ভয় নাই, আমি আছি" ভৃত্য ডেকে বলে।
সাঁতার না জানে প্রভু, ক্ষুব্ধ মহাত্রাসে,
পৃষ্ঠে বহি' ভৃত্য তারে তীরে নিয়ে আসে।

উপদেশ—অপকারীর অনিষ্ট করিয়া প্রতিশোধ লওয়া উচিত নয়—অপকারীর অপকার ভুলিয়া গিয়া তাহার উপকার বা ইষ্ট করিয়া প্রতিশোধ লওয়াই কর্ত্তব্য,—যিনি এইরূপ প্রতিশোধ লন, তিনি মহৎ ব্যক্তি।

৩৪

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

গঙ্গা-সাগরের স্নানে পুণ্য-বাঞ্ছা করি',
মহামূল্য হীরকের অলঙ্কার পরি',
নামিলেন শেঠপত্নী সাগরের জলে ;
অকস্মাৎ অলঙ্কার প'ড়ে গেল তলে।

কাঁদি' শেঠপত্নী কহে, "তুমি রত্নাকর,
ভূষণ ফিরায়ে দেহ, করুণাসাগর !"
সিন্ধু কহে, "সিন্ধু-পোতে উঠি' তব স্বামী
দূরে যাক, লক্ষগুণ ফিরে দিব আমি।"

উপদেশ—বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, অর্থাৎ এক দেশের জিনিষ দূর দেশে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিলে প্রচুর অর্থ লাভ হয়।

৩৫

অটল

এ সংসার মায়াজাল করিয়া বিস্তার
সাধুর ঘটাতে চায় চিত্তের বিকার ;
সাধু কিন্তু নাহি ভোলে সংসার-মায়ায়,
প্রকৃত পুণ্যের পথে সোজা চ'লে যায় ।

মরু যথা মরীচিকা-মায়া বিস্তারিয়া
দিতে চায় উষ্ট্রের বিভ্রম জন্মাইয়া ;
উষ্ট্র কিন্তু সে মায়ায় ভোলে না কখন,
প্রকৃত জলের দিকে করে সে গমন ।

উপদেশ—সৎ লোকেরা কখন মিছা মোহে ভোলেন না। তাঁহারা স্থির জানেন যে, এই সংসার মায়াময়, তাই মায়ায় না ভুলিয়া তাঁহারা পুণ্যের কাজ করেন।

৩৬

কথার মূল্য

নিতান্ত দরিদ্র এক চাষীর নন্দন
উত্তরাধিকার-স্বত্বে পায় বহু ধন ;
সে সংবাদ নিয়ে এল ব্যবহারজীবী,
বলে, "চাষী, এত পেলি, আমারে কি দিবি ?"

চাষী বলে, "অর্দ্ধভাগ দিব সুনিশ্চয়।"
গণনায় অর্দ্ধ অংশে লক্ষ মুদ্রা হয়।
সবে বলে, "কি দলিল ? কেন দিতে যাস্ ?"
চাষী বলে, "কথা দিয়ে ফেলিয়াছি,—ব্যস্ !"

উপদেশ—একবার কথা দিলে সে কথা আর ফেরানো ভাল নয়, অর্থাৎ একবার যাহা করিবে বা দিবে বলিয়াছ, তাহা না করা বা না দেওয়া বড় দোষ।

৩৭

অসাধুর সঙ্গ

সরল-হৃদয় এক সাধু অকপট
হেরিয়া, করিল মৈত্রী, এক ধূর্ত্ত—শঠ ;
যুক্তি দিয়া সাধুরে বিদেশে ল'য়ে যায়,
অতিথি হইল এক ধনীর বাসায়।

নিশায় করিয়া চুরি সেই দুষ্ট শঠ
বহু অর্থ ল'য়ে দিল গোপনে চম্পট।
গৃহস্বামী প্রাতে উঠি' সাধুরে ধরিল,
চোর বলি' বাঁধি' কত প্রহার করিল।

উপদেশ—অসৎ-সঙ্গ করিতে নাই। অসতের সঙ্গে থাকিলে সাধু লোকেরও অনেক দুর্গতি হয়।

৩৮

পরিণতি

নির্ভীক্ স্বাধীন-চেতা এক চিত্রকর
আঁকিল শ্মশান-ভূমি—অতি ভয়ঙ্কর !
একটি কপাল, আর অস্থি একখানি,
একস্থানে দেখায়েছে তুলি দিয়া টানি'।

হেরিয়া দেশের রাজা বলে, "চমৎকার !
কিন্তু এটা কার অস্থি ? কপাল বা কার ?"
চিত্রকর বলে, "অস্থি মম কুক্কুরের,
কপাল পিতার তব, হে মত্ত কুবের !"

উপদেশ—ধনের অহঙ্কার করা বড় দোষ। কাহারও মৃত্যু হইলে ধন তাহার সঙ্গে যায় না। মৃত্যুর পর সকলেরই অবস্থা সমান।

৩৯

ক্ষমা

দশ বিঘা ভূঁয়ে ছিল আশী মণ ধান,
সারা বৎসরের আশা, কৃষকের প্রাণ,—
খেয়ে গেছে প্রতিবেশী গোয়ালার গরু,
ক্ষেতগুলি প'ড়ে আছে, শ্মশান কি মরু !

ক্ষেতের মালিক আর গরুর মালিক,
কেহই ছিল না বাড়ী ; চাষী বলে, "ঠিক,—
আহার পাইয়া পথে, পরম সন্তোষ,
গরু তো বোঝে না কিছু,—ওদের কি দোষ !"

উপদেশ—জীবজন্তুতে যদি শস্যাদি খাইয়া ফেলে, তবে তাহাদিগকে না মারিয়া ক্ষমা করাই ভাল।

৪০

সেবার পুরস্কার

মাতৃশ্রাদ্ধে নিজ হাতে কাঙ্গাল-বিদায়
করিছেন মহারাজ, প্রাচীন-প্রথায়।
লইয়া দু'আনা আর চাল অর্দ্ধ সের,
ঘুরিয়া দুখিনী এক আসিয়াছে ফের।

দ্বারী ধ'রে ল'য়ে যায় রাজার সম্মুখে;
রাজা বলে, "এসেছিস ঘুরে কোন্ মুখে?"
দীনা কেঁদে বলে, "পাঁচ শিশু, রুগ্ন স্বামী!"
রাজা বলে, "লক্ষ মুদ্রা তোরে দিব আমি।"

উপদেশ—না চাহিলেও প্রকৃত সেবার পুরস্কার সময়ে সময়ে পাওয়া যায়।

৪১

রূপ ও গুণ

প্রজাপতি বলে, "যূথি তুই শুধু সাদা,
কেমনে বুঝিবি মোর রূপের মর্য্যাদা ?
নানা বর্ণে মোর পাখা কেমন রঞ্জিত !
রূপ হ'তে বিধি তোরে করেছে বঞ্চিত।"

যূথী বলে, "কিন্তু ভাই, রূপ কিছু নয়,
গুণের আদর দেখ চিরস্থায়ী হয়।
চিরদিন দিয়ে থাকি মধুর সৌরভ,
বংশ-ক্রমে আছে মোর গুণের গৌরব।"

উপদেশ—রূপের চাইতে গুণের গৌরব অনেক বেশী। রূপ চিরকাল সমান থাকে না, কিন্তু গুণের খ্যাতি চিরদিন এক ভাবে থাকে।

৪২

উপযুক্ত কাল

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে।
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে ?

সময় ছাড়িয়া দিয়া করে পণ্ডশ্রম,
ফল চাহে,— সেও অতি নির্ব্বোধ, অধম।
খেয়া-তরী চ'লে গেলে বসে এসে তীরে,
কিসে পার হবে, তরী না আসিলে ফিরে ?

উপদেশ—ঠিক সময়ে যে কাজটি করা উচিত, সেই সময়ে তাহা না করিলে অনেক ক্ষতি হয়।

৪৩

প্রাণিহিংসা ও পরপীড়া

সন্ন্যাসীরে দেখি' এক রাজপুত্র কহে,
"আহারের ক্লেশ তব হেরি' প্রাণ দহে ;
মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ—খাদ্যের প্রধান,
তোমার কপালে কেন শাকান্ন-বিধান ?"

সন্ন্যাসী বলিছে, "জীবহিংসা নাহি করি,
এ কারণ মৎস্য-মাংস-আদি পরিহরি ;
গোবৎসে বঞ্চিয়া যারা দধি-দুগ্ধ খায়,
স্বার্থ তরে পর-পীড়া তাহারা ঘটায় ।"

উপদেশ— জীবহিংসা করা এবং নিজের ভালর জন্য পরকে কষ্ট দেওয়া অন্যায় ।

৪৪

কাচের শিশি ও মেটে সরা

শিশি বলে, "মেটে সরা, তুই শুধু মাটি,
নির্ম্মল আমার দেহ, স্বচ্ছ, পরিপাটি ;
অনাদরে গৃহকোণে ফেলে রাখে তোরে,
আমারে তুলিয়া রাখে কত যত্ন ক'রে !"

মেটে সরা কহে, "ভায়া, গর্ব্ব কর দূর,—
হাত থেকে প'ড়ে গেলে দু'জনাই চুর !
আরো এক কথা ভাই, জেনে রেখো খাঁটি,—
আমি মাটি,—তোমারও বুনিয়াদ মাটি !"

উপদেশ—গর্ব্ব বা অহঙ্কার করা ভাল নয় এবং কাহাকেও ছোট বা নীচ মনে করিয়া ঘৃণা করিতে নাই ।

৪৫

প্রকৃত বন্ধু

লেখনী বলিছে দুখে ডাকি' ছুরিকারে,
"কি দোষ করেছি ? তুমি কাট যে আমারে ?
সহজে দুর্ব্বল আমি তব তুলনায়,
সবল দুর্ব্বলে মারে,—শোভা নাহি পায়।"

ছুরি হেসে কহে, "ভাই, এ কেমন ভ্রম !
জীবের মঙ্গল-হেতু তোমার জনম ;
কার্য্য-উপযোগী করি, কাটিয়া তোমায়,
নতুবা জীবন তব বিফলে যে যায়।"

উপদেশ—প্রকৃত বন্ধুর দ্বারা উপকারই হয়,—অপকার হয় না, তবে সময়ে সময়ে অপকারী বলিয়া ভ্রম হয়।

৪৬

স্রষ্টার কৌশল

গিরি-শিরে বৃষ্টি পড়ি' জম্মায় তুষার,
নিদাঘে গলিয়া জল হয় পুনর্ব্বার ;
প্রথমে নির্ঝর, পরে বেগবতী নদী,
সিন্ধুবক্ষে জলরাশি ঢালে নিরবধি ;

সিন্ধু-বারি বাষ্প হ'য়ে তপনের করে,
নির্ম্মাণ করিছে শূন্যে জলধর-স্তরে ;
সেই মেঘ গিরি-শিরে পুনঃ ঢালে জল,
ঘুরে ফিরে তাই হয়, বিধির কৌশল।

উপদেশ -- অতি আশ্চর্য্য কৌশলে, তাঁরি মজার নিয়মে সৃষ্টির কাজগুলি অনবরত সম্পাদিত হইতেছে।

৪৭

পরার্থে আত্মত্যাগ

শির কহে, "ছত্র ভাই, মোর রক্ষা-তরে
নিজে দগ্ধ হও তীব্র তপনের করে।"
ছত্র বলে, "পরার্থে (তে) আত্মত্যাগ-সম
নাহি সুখ এ সংসারে, নাহিক ধরম!"

চরণ কহিছে, দুখে ডাকি' পাদুকারে,
"নিজে ক্ষত হ'য়ে বন্ধু, বাঁচাও আমারে।"
পাদুকা কহিছে, "দেখ, রক্ষিতে তোমায়
নিজে ছিন্ন হই, কিন্তু কি আনন্দ তায়!"

উপদেশ—পরের জন্য স্বার্থত্যাগে বড় সুখ—বড় আনন্দ। স্বার্থ-ত্যাগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই।

৪৮

করুণাময়

সংসারের দুঃখ, ব্যথা, বিপদের পাশে
কাহার আদেশে সুখ-শান্তি পরকাশে ?
তীরে তপ্ত বালি—যেন প্রচণ্ড অনল,
পাশে বহাইল কেবা প্রবাহ শীতল ?

সিন্ধু-মাঝে দিক্‌হারা নাবিকের তরে
কে রেখেছে ধ্রুবতারা বসায়ে উত্তরে ?
ভূমিষ্ঠ হ'বার আগে স্তন্যপ সন্তান,
কে করেছে মাতৃস্তনে দুগ্ধের বিধান ?

উপদেশ—পরমেশ্বর করুণাময়—দয়াময়। তাঁহার করুণার অন্ত নাই।

সমাপ্ত

অমৃত

রজনীকান্ত সেন

প্রণীত

এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা

প্রকাশক

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

উপহার সংস্করণ

মূল্য আট আনা

পরেশচন্দ্র চ্যাটার্জি

মডার্ণ আর্ট প্রেস

৬ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

গল্পচ্ছলে ও সরল ভাষায় বালক-বালিকাগণকে নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে 'অমৃত' প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলি যাহাতে যুগপৎ শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফলকাম হইয়াছি বলিতে পারি না।

ইহার কয়েকটি কবিতা 'অষ্টপদী' নামে ইতঃপূর্ব্বে 'দেবালয়' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুস্তকের নাম দেখিয়া সাধারণে চমৎকৃত না হন, এজন্য দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। যে সকল নীতিবাক্য সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক, যাহা জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের নিজস্ব নহে, যাহা অমর সত্যরূপে চিরদিন মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ও অনন্ত কাল করিবে, এই নীতিবাক্যগুলিতে সেই সকল সত্যের অবতারণা করা হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থের নাম 'অমৃত' রাখা হইল; অমৃতের ন্যায় স্বাদু হইয়াছে, এরূপ অর্থ করিলে সঙ্গত অর্থ করা হইবে না।

কয়েকটি সুপরিচিত সংস্কৃত নীতি-শ্লোক ও বাঙ্গালা-ইংরাজী গল্প হইতে তিন-চারিটি কবিতার ভাব গ্রহণ করিয়াছি, কর্ত্তব্য বিবেচনায় ইহার উল্লেখ করিলাম।

কবিতাগুলির পরিচ্ছদ যতই জীর্ণ ও মলিন হউক, প্রিয়সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বঙ্গসাহিত্যনায়কদ্বয়ের করুণা-কিরীট-ভূষিত হইয়া উহারা মহিমা ও গৌরবে উজ্জ্বল হইয়াছে। আমি এজন্য তাঁহাদিগের নিকট বিশিষ্ট-ভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে নিবেদন, পুস্তকখানি যাহাতে স্কুলপাঠ্য হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল,
কটেজ ওয়ার্ড।
কলিকাতা, চৈত্র, ১৩১৮ সাল।

বিনয়াবনত
গ্রন্থকার

জয় জগদীশ

বঙ্গ-সাহিত্য-শরণ,

শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার শরৎ কুমার রায় বাহাদুর

প্রশান্তোদারচরিতেষু,

নয়নের আগে মোর মৃত্যু-বিভীষিকা ;
রুগ্ন, ক্ষীণ, অবসন্ন এ প্রাণ-কণিকা।
ধূলি হ'তে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে ক'রেছে তুমি ছাড়া ? আর কেবা পারে ?
কি দিব কাঙ্গাল আমি ? রোগশয্যোপরি,
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র মাল্য, বহু কষ্ট করি' ;
ধর দীন-উপহার ; এই মোর শেষ ;
কুমার ! করুণানিধে ! দেখো, র'ল দেশ।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,
কটেজ ওয়ার্ড।
কলিকাতা, চৈত্র, ১৩১৬ সাল।

চিরকৃতজ্ঞ
গ্রন্থকার